জীবনের সোনালি পাঠ

বই	**জীবনের সোনালি পাঠ**
মূল	শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ
সংকলক	সালিহ আহমাদ শামি
রূপান্তর	জুনাইদ জুলফিকার
সম্পাদনা	আবদুল্লাহ আল-মাসউদ
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	*মুহাম্মদ পাবলিকেশন* গ্রাফিক্স টিম

জীবনের সোনালি পাঠ

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

জীবনের সোনালি পাঠ

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৯ খ্রি.
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২১

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, দোকান নং # ১২২,
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন

ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ

www.wellreachbd.com

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, শপ নং # ১২২,
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৮৩১-৩৪ ৫১ ৯১
এবং **রকমারি** ও **ওয়াফি লাইফ**-এ

বইমেলা পরিবেশক
বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ১৬০, US $ 6, UK £ 4

JIBONER SONALI PATH

Shaykh Al Islam Ibn Taymiyyah

Witer : Saleh Ahmad Sami
Translate by : Junaed Julfikar
Editor : Abdullah all masud

Published by

Muhammad Publication

Islami Tower, 2nd Floor, Shop # 42
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-34-6599-3

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ

আমার শ্রদ্ধেয় বাবা-মার নেকহায়াত
ও দীর্ঘ জীবন কামনায়
যাদের স্নেহ-ছায়ায় সিক্ত আমার জীবন।
—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

প্রতিভা মাত্রই বিশিষ্ট। তবুও তার মধ্যে কিছু প্রতিভাকে আমরা বলি কালোত্তীর্ণ। তারা নিজেদের যুগ অতিক্রম করে থাকেন। এমনকি পরবর্তী কালের মানুষজনের ওপরও তাদের ছাপ থাকে অমলিন। এমনই একজন প্রতিভাধর মহান ব্যক্তি হলেন ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﵀।

তারুণ্যের প্রথম শিহরণ থেকে শুরু করে বার্ধক্যের স্থবিরতা; এমনকি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ব্যর্থতা ও অপারগতাকে তিনি কোনো দিন স্বীকার করে নেননি, যেন এক অথৈ সমুদ্র। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে যার কূলে। অফুরন্ত জীবনীশক্তি তার বুকে।

স্বদেশে-বিদেশে, পথে-সফরে, এমনকি কারাগারেও তার মনের অফুরন্ত শক্তি বিশ্বমানবতাকে আলোকিত করেছিল। সাধারণ মানুষ তার হৃদয়ের সন্ধান পেয়েছিল। তিনি ছিলেন তাদের হৃদয়রাজ্যের শাসক।

গ্রন্থটি এ মহান সাধকের মুখনিঃসৃত আত্মশুদ্ধিমূলক কথামালার সংকলন। এটি সংকলন করেছেন বিশ্ববরেণ্য লেখক সালেহ আহমদ শামি হাফিযাহুল্লাহ। কিন্তু এ ধরনের নসিহার বিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্বিতীয় মুদ্রণে আমরা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর *আল ওয়াসিয়্যাতুস সুগরা* ও *আল ওয়াসিয়্যাতুল কুবরা* গ্রন্থ থেকে একই ধরনের হৃদয়নিংড়ানো কিছু নসিহা সংযুক্ত করেছি।

বইটি অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদক মাওলানা জুনায়েদ জুলফিকার। এটি তার প্রথম অনুবাদ হওয়া সত্ত্বেও তাতে যথেষ্ট সাবলীলতার ছাপ রয়েছে। আশা করি পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

অনূদিত বইটির খসড়া পাণ্ডুলিপির ওপর সম্পাদনার কাঁচি চালিয়ে পাঠকের সামনে পরিমার্জিতরূপে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে আমাকে কৃতজ্ঞতার চাদরে ঢেকে নিয়েছেন প্রিয় আবদুল্লাহ আল মাসউদ ভাই। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

এ ছাড়াও বইটির ভাষা সম্পাদনা ও বানান সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আমি আরও দুজন মানুষের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তারা হলেন—শ্রদ্ধেয় লেখক, অনুবাদক আহসান ইলিয়াস ও বন্ধুবর সালমান মোহাম্মদ। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমি আশাবাদী, সালাফদের নসিহতমূলক এ ধরনের বই আমাদের ঈমান-আমল সংরক্ষণে সহায়ক হবে। কেননা, এ ধরনের নসিহত আমাদের হৃদয়কে সুসংহত করে ও ঈমানকে মজবুত করে।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'যখন পৃথিবীতে প্রকৃত দ্বীনদার কেউ থাকবে না, তখন আমাদের কী করা উচিত; যাতে আমরা অসৎকাজ থেকে বিরত থাকতে পারি?'

তিনি বললেন, 'তখন তোমরা প্রতিদিন আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ করবে, তাদের নসিহত এবং কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করবে।'

সুতরাং এ ধরনের বই খুব সতর্কতার সাথে, সাবলীল ভাষায় পাঠকের সামনে পেশ করাই বাঞ্ছনীয়। আমরাও সেক্ষেত্রে চেষ্টায় ত্রুটি করিনি। তথাপি মানুষ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয় বিধায় অনেক সময় ভুল ও নানান রকম অসংগতি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং কোনো ভুল বা অসংগতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে সংশোধনের নিয়তে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে নেব।

আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন এবং জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ ﷻ র। অসংখ্য দুরুদ ও সালাম আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রতি। সালাফে সালিহিন আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন তাদের লিখিত অসংখ্য কিতাব। যেগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে তাদের জ্ঞান-গরিমার কথামালা। তাদের প্রতিটি বাণীই আমাদের জন্য অনুকরণীয় এবং আমাদের জীবনের আলোক মশাল। যার আলোতে অন্ধকার রাতেও আমরা খুঁজে পাই আলোর দিশা। বিশেষ করে বর্তমানে যখন চারদিকে শয়তানি শক্তির জয়জয়কার, সেই সময় তাদের কথামালা ও অমূল্য নসিহত আমাদের মৃতপ্রায় অন্তরের সঞ্জীবনী সুধাবিশেষ।

তাদের একজন হলেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﷺ।

তার অসংখ্য রচনাবলির মাধ্যমে ছাত্র, শিক্ষক ও জ্ঞানীগুণীরা আজ তাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিয়ে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন। এমনকি সাধারণ জনগণও তর রচনাবলির মাধ্যমে হারানো পথ খুঁজে পাচ্ছে এবং নতুন করে গড়ছে তাদের জীবনসংসার। তাঁর বিখ্যাত কিতাব *ফাতাওয়ায়ে ইবনু তাইমিয়া* মূলত মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে লেখা হলেও তাতে সন্নিবেশিত আছে বিভিন্ন নসিহতমূলক কথামালা।

যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, বহু কিতাবের রচয়িতা ও খ্যাতিমান গবেষক সালেহ আহমাদ শামি, যাকে পাঠকের কাছে নতুন করে পরিচিত করতে হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না, *মাজমুউল ফাতাওয়া* যা *ফাতাওয়ায়ে ইবনু তাইমিয়া* নামে খ্যাত কিতাবটি অধ্যয়ন করার সময় তার কাছে যেসব

কথা পছন্দনীয় ও উম্মতের জন্য উপকারী মনে হয়েছে তিনি সেসব বিক্ষিপ্ত কথা চয়ন করে *মাওয়াযিজে ইবনু তাইমিয়া* নামে সংকলন করেছেন। তার চয়নকৃত সেই পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ হলো—*জীবনের সোনালি পাঠ*।

বইটির প্রতিটি কথাই গুরুত্বপূর্ণ ও সকলের জন্য উপকারী। সালেহ আহমাদ শামি নিজ থেকে শিরোনাম দিয়ে খুব সুন্দর করে প্রতিটি বিষয় সাজিয়েছেন। তবে কিছু শিরোনাম বিষয়বস্তুর সাথে মিল রাখার স্বার্থে ও পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে অনুবাদে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

আমি আমার সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি অনূদিত বইটিকে নিখুঁত, নির্ভুল এবং মূল অর্থ ঠিক রেখে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে, তবু মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে আরজ করব, যদি অনুবাদে কোথাও কোনো ত্রুটি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তা আমাকে বা প্রকাশককে অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সময়ে তা শোধরে নেওয়া হবে।

আমার সহপাঠী তরুণ লেখক ও অনুবাদক আবদুল্লাহ আল মাসউদ ভাই শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তার মূল্যবান সময় ব্যয় করে দক্ষ হাতে আমার অনুবাদটি ঘষামাজা করে প্রকাশযোগ্য করেছেন। আমি তার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তার প্রতিদান রব্বে কারিমের কাছে তোলা রইল। তিনিই নিজ হাতে তাকে এর প্রতিদান দিন।

সেই সাথে শুকরিয়া আদায় করছি *মুহাম্মদ পাবলিকেশন*-এর কর্ণধার লেখক, অনুবাদক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান ভাইয়ের। তার উৎসাহী উদ্যোগের ফলে পাঠকের সামনে একজন মহান সালাফের রেখে যাওয়া এই সম্পদ ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশ হতে যাচ্ছে। আল্লাহ তার মঙ্গল করুন এবং ইখলাসের সাথে এমন আরও অনেক খেদমত আনজাম দেওয়ার তাওফিক দান করুন।

—জুনায়েদ জুলফিকার
১০ জুলাই, ২০১৯ ই.

সম্পাদকের কথা

গ্রীষ্মের দাবদাহে ফেটে চৌচির হওয়া জমি যেমন আকাশ থেকে নেমে আসা শীতল বারিধারার প্রতীক্ষায় প্রহর গোনে; তেমনি মানুষের অন্তরও অনেক সময় গুনাহের পঙ্কিলতায় আবিল হয়ে বড় কোনো ব্যক্তিত্বের আলোকোজ্জ্বল নসিহতের সন্ধানে থাকে। যা তার তপ্ত হৃদয় শীতল করবে। ভাঙা মন জোড়া লাগাবে। শয়তান আর নফসের জালে আটকা পড়া মানসকে করবে শৃঙ্খলমুক্ত। মূলত প্রতিটি মানুষই নসিহতের মুখাপেক্ষী। বিশাল বড় পণ্ডিত থেকে শুরু করে নিরক্ষর ব্যক্তিটি পর্যন্ত এর থেকে মুক্ত নয়। কারণ, জানা কথাও অনেক সময় আমরা বিস্মৃত হই, কিংবা তা আমাদের হৃদয়ে কার্যকর কোনো প্রভাব সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু যখন সেই কথাগুলো নতুন করে আলোচনায় উঠে আসে, তখন বোধের সূর্য আমাদের ভাবনার আকাশে উদিত হয়। চিন্তার বন্ধ কপাটে নতুনভাবে করাঘাত করে বিবেককে জাগ্রত করে, সেই জন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন—

وذكر فإن الذكري تنفع المؤمنين.

এই উম্মাহর ওপর আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত নিয়ামাতের মধ্যে অন্যতম হলো নবি ﷺ -এর তিরোধানের পরও এই এতিম উম্মাহ অভিভাবকহীন হয়ে যায়নি। বরং প্রতি যুগে, প্রতি সময়ে নবির উত্তরসূরিগণ হাল ধরেছেন। উম্মাহকে সাথে করে হাতে ধরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কাঙ্ক্ষিত মনজিলে। বেঁচে থাকার জন্য যখন যে খোরাকের প্রয়োজন তারা নিজেদের কুরবান করে; রক্ত-ঘাম একাকার করে সেই খোরাক তুলে দিয়েছেন উম্মাহর মুখে। কুরআন সংকলন, হাদিস সংরক্ষণ, বিভিন্ন ইসলামি জ্ঞান বিন্যস্তকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেমন

আমরা এর মুগ্ধকর ও চিত্তলোভা চিত্র দেখতে পাই, তেমনি আত্মশুদ্ধি ও ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে পথহারা উম্মাহকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে অনেক সময় তারা রচনা করেছেন স্বতন্ত্র গ্রন্থ। কলম হাতে প্রতিটি পৃষ্ঠার ছত্রে ছত্রে প্রজ্বলিত করেছেন আত্মা-সংশোধনের আলোকমশাল। আবার অনেক সময় স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকারে নয়; বরং ভিন্ন বিষয়ের রচনাতেও প্রাসঙ্গিকতার সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন নসিহতমূলক কথামালা। যাতে সচেতন পাঠক সেখান থেকে সযত্নে তা কুড়িয়ে নিতে পারেন। কিন্তু এক বিষয়ের রচনার পাতা থেকে অন্য বিষয়কে গভীর দৃষ্টি হেনে দক্ষ ডুবুরির মতো সমুদ্রের তলদেশ থেকে মনি-মুক্তা আহরণের মতো তুলে আনতে কতজনই বা পারে? কয়জন পাঠকেরই বা থাকে এমন সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ও পাঠবিচক্ষণতা?

এসব কথা বিবেচনা করে দক্ষ পাঠক অনেক সময় নিজের আহরিত নসিহতের সেই টুকরোগুলো সুবিন্যস্ত করে অন্যদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পান। আমাদের হাতে থাকা বইটিও এমন একটি সংকলন। আরবের প্রখ্যাত আলিম ও সুলেখক সালেহ আহমাদ শামি *ফাতওয়ায়ে ইবনু তাইমিয়া* অধ্যয়নকালে নসিহতমূলক কথাগুলো আলাদা করেন এবং পরে সেগুলোকে মলাটবদ্ধ করে পাঠক সমীপে *মাওয়াইজে ইবনু তাইমিয়া* নামে পেশ করেন।

বইটি বাংলাভাষী পাঠকের জন্য ভাষান্তর করেছেন আমার সহপাঠী, মেধাবী তরুণ আলিম জুনায়েদ জুলফিকার। অনুবাদের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার জন্য আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আমি সম্পাদনার সময় যে কাজগুলো করেছি তা হলো, মূল আরবির সাথে অনুবাদ মিলিয়ে নিরীক্ষণ করেছি। যেখানে কোনো অমিল দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা সংশোধন করে দিয়েছি। এ ছাড়া ভাষাগত উপস্থাপন সাবলীল করতে প্রয়োজনমাফিক পরিমার্জন করেছি।

আশা করছি বইটি পাঠকের ভালো লাগবে। টুকরো টুকরো কথাগুলো তাদের জীবন ঢেলে সাজাতে সাহায্য করবে। আল্লাহ তাআলা বইটি কবুল করে নিন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমিন।

—আবদুল্লাহ আল মাসউদ
লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রশংসা ও স্তুতির সবটুকুই বিশ্ববাসীর প্রতিপালক আল্লাহ ﷻ র জন্য। মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবির প্রতি বর্ষিত হোক সর্বোত্তম দুরুদ ও সালাম।

এ জাতির উলামায়ে কেরামের মধ্যে যারা ওয়াজ-নসিহতের ময়দানে বিখ্যাত ছিলেন এই সিরিজে[১] আমি তাদের সঙ্গে অবস্থান করছি। এ জাতিকে সুন্দর উপদেশ ও উত্তম কথার মাধ্যমে কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন করা এবং জেনে বুঝে আল্লাহর পথে আহ্বান করার ক্ষেত্রে যাদের অনস্বীকার্য ভূমিকা ছিল। তারা ছিলেন মানুষকে সংশোধনের পতাকাস্বরূপ ও হিদায়াতের প্রদীপ সমতুল্য।

এ ময়দানের এমনই এক বীরবিক্রম হলেন ইবনু তাইমিয়া ﵀। তিনি আমাদের চলার পথের রাহবার। তিনি এক্ষেত্রে ওই সমস্ত পূর্বসূরিদের অন্তর্ভুক্ত, যারা শুধু জনসাধারণের কাছেই নসিহত পৌঁছে দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করেননি; বরং হকের দাওয়াত এবং সঠিক দিক-নির্দেশনা শাসকগোষ্ঠী ও নেতৃস্থানীয়দের কাছেও পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন।

[১] সালেহ আহমদ শামি এখানে তাঁর 'মাওয়াইজ' সিরিজের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই সিরিজে ইবনু তাইমিয়া ছাড়াও সাহাবি ও তাবেয়ীদের মাওয়াইজ বা নসিহাগুলো তিনি সংকলন করেছেন।—সম্পাদক

চিন্তা-ফিকির, জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইসলামের চির শত্রুদের সাথে জিহাদের ময়দানেও তিনি ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। হকের বাণী প্রচার-প্রসারে, মানুষকে তার দিকে আহ্বানে, বিদআতি, ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস পোষণকারী ও মূর্খদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার মাধ্যমে তার জীবনটা ছিল সংগ্রামমুখর ও কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ।

ফলে অনেকে তাকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আবার অনেকে তার বার কয়েক কারাবন্দী হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

কিন্তু এর মাধ্যমে যে বিষয়টি প্রতিয়মান হয়েছে তা হলো, এ মহান সংশোধনকারীর কারাবন্দি জীবন ছিল তার জন্য আনন্দকর, একাকী জীবনযাপনের কিছু মুহূর্ত, যাতে নিশ্চিন্তে তিনি আল্লাহর ইবাদাত করার সুযোগ পেয়েছেন।

তাই তিনি যখন বন্দিশালা থেকে বের হতেন তখন নতুন উদ্যম ও মহা অভিপ্রায় নিয়ে বের হতেন।

তিনি তার প্রিয় এক সাথির কাছে জেল থেকে পত্র পাঠিয়ে তাতে উল্লেখ করেন—'উপভোগ ও আন্তরিকতার এমন এক পরিবেশে আমি আছি, জেলখানার বাহিরে যার সাক্ষাৎ কখনো আমার জীবনে ঘটেনি।'

তার চিঠির ভূমিকাটি এখানে নিয়ে আসাটা সমীচীন মনে হচ্ছে।

ইস্কানদারিয়ার জেলখানা থেকে সাথিদের কাছে পত্র লেখেন তাতে তিনি বলেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

وأما بنعمة ربك فحدث

অতঃপর তুমি তোমার প্রভুর অনুগ্রহের আলোচনা করো। [সুরা দুহা, আয়াত : ১১]

কসম সেই সত্তার, যাঁর অনুগ্রহে সাথিদের সাথে আমার পরিচয়। আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে অনুগ্রহ করুন তাদের প্রতি। সেই সাথে তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামাত দিয়ে তাদের জীবন পরিপূর্ণ করে দিন।

কসম ওই মহান সত্তার, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। নিশ্চয় আমি আল্লাহপ্রদত্ত এমন সব নিয়ামাতের মাঝে আছি, যা পূর্বে আমার জীবনে

কখনো আমি দেখিনি। আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়া-অনুগ্রহ, নিয়ামাত, তাঁর বদান্যতা ও রহমতের যে সমস্ত দ্বার আমার জন্য উন্মোচন করে দিয়েছেন সত্যিই তা আমি কখনো কল্পনাও করিনি এবং আমার দৃষ্টিগোচরও হয়নি। সবকিছু আল্লাহ তাআলাই সহজ করে দিয়েছেন।'

যার মাঝে আল্লাহর পরিচয়, একাত্মবাদের শিক্ষা ও ঈমানের বাস্তব প্রতিফলন রয়েছে, সে এসবের কিছু অংশ তার রুচিবোধের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারবে। কারণ, বর্ণনাতীত মজা, আনন্দ, প্রফুল্লতা ও সময়ের সুরভি ও নিয়ামাত কেবল আল্লাহ ﷻ র পরিচয় জানা, তাঁর একাত্মবাদ মানা, তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, ঈমানের বাস্তবতা ও কুরআনি শিক্ষার অনুধাবনের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

একজন শাইখ থেকে এমনই বর্ণিত আছে। তিনি বলেন—

'আমি এমন এক অবস্থাতে (তথা কারাগারে) ছিলাম, যাতে আমি বলতাম : নিশ্চয় জান্নাতবাসীরা এমন (প্রশান্তিকর) অবস্থায় থাকে। নিশ্চয় তারা উৎকৃষ্ট অবস্থাতেই আছে।'

এ মহান সংশোধনকারী ইমাম তার সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন আকিদা বিশুদ্ধকরণ ও সালাফে সালেহিনের কর্মপদ্ধতির দিকে মানুষদের ফিরিয়ে আনার জন্য। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তার নাতিদীর্ঘ আলোচনা এবং তার কাছে পেশকৃত বিভিন্ন বিষয়ের জিজ্ঞাসার উত্তর থেকে চয়নকৃত কিছু নসিহত উক্ত বইটিতে আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি।

ইবনু তাইমিয়া ﷺ এসব আলোচনা অন্যান্য উলামায়ে কেরামের মতো নসিহতস্বরূপ উদ্ধৃতি করেননি, বরং এগুলো *ফাতাওয়ায়ে ইবনু তাইমিয়া*-নামক কিতাবে ফাতওয়ার মাঝে মাঝে উল্লেখ করেছেন। এই মূল্যবান কিতাব অধ্যয়ন করার সময় আমার এবং পাঠকের উপকারের আশায় এ সব নসিহত আমি সংরক্ষণ করেছি।

শত দুরুদ সালাম বর্ষিত হোক আমাদের সর্দার মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের ওপর।

—সালেহ আহমাদ শামি

দুটি কথা

ইবনু তাইমিয়া ﵀ : পেশাদার কোনো বক্তা ছিলেন না, অর্থাৎ তিনি মানুষকে ওয়াজ-নসিহত করার জন্য আলাদা কোনো মজলিস করেছেন এমনটি হয়নি। তিনি ছিলেন ইলমের অঙ্গনে মুজতাহিদ ইমাম ও সমাজসংস্কারক। তার কাজ ছিল মাসআলা তাহকিক করে ফাতওয়া প্রদান করা। তিনি দেশ-বিদেশে দ্বীনের প্রচার-প্রসার, বিদআতিদের সাথে তর্ক-বিতর্ক এবং ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বারণ করার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন। এমনিভাবে তিনি ইসলামের শত্রুদের বিপক্ষে কলম ও তরবারির জিহাদেও সমানভাবে অংশ নিতেন।

এসব কারণে নির্বাচিত নসিহতকে مواعظ বা ওয়াজ বলে নামকরণ করাটা উপদেশ, ভুল ধারণার সংশোধন, জটিল বিষয় সুস্পষ্টকরণ ও মাসআলা উদঘাটন ইত্যাদি সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এখানে *মাওয়ায়িজ* শব্দ দ্বারা অন্তর বিগলিতকারী বিশেষ বয়ান উদ্দেশ্য নয়, বরং এগুলো হচ্ছে ইবনু তাইমিয়া ﵀-এর আত্মশুদ্ধিমূলক কিছু বাণীর সংকলন, যা আমি তার *ফাতাওয়ায়ে ইবনু তাইমিয়া* অধ্যয়ন করার সময় লিপিবদ্ধ করেছি।

আমার ইচ্ছা ছিল এ বাণীগুলো যেন মানুষের দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধির উপকরণ হয়ে থাকে। সেই সাথে আল্লাহ তাআলা যেন এর মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করেন; এমন ইচ্ছা কতইনা উত্তম!

সূচিপত্র

সালাফের স্বরণীয় বাণী ২৩

আত্মিক আমল ২৩
দ্বীনের ভিত্তি ২৩
লজ্জা ২৪
নেকআমলের প্রভাব ২৫
নফসের সঙ্গে সাধনা ২৬
গুনাহ মোচন ২৭
সহমর্মিতা ২৭
আল্লাহর বিধানের তাৎপর্য ২৮
সফলতার চাবিকাঠি ২৯
আলিমদের সম্মান ২৯
অন্তরের নিয়তই যথেষ্ট ৩০
কুরআন সৃষ্টিকর্তার অমিয়বাণী ৩০
আল্লাহর ভয় ৩০
আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় ৩১
মুহাদ্দিসগণের সম্মান ৩১
অন্তর ও শরীরের পবিত্রতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ৩২
তাওবা দুই প্রকার ৩২
তাওবা করা ওয়াজিব ৩৩
মুসতাহাব তাওবা ৩৩
অহংকার ও হিংসার কুফল ৩৩
তোমার প্রয়োজন আল্লাহকে বলো ৩৪
মানুষের সঙ্গে লেনদেন করার উদ্দেশ্য ৩৪
একতা ও অনৈক্যের কারণ ৩৫

হকের প্রকারভেদ ৩৫
অনুসরণ ৩৬
হাদিস লেখার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের কর্মপদ্ধতি ৩৬
প্রকৃত বান্দা ৩৬
আল্লাহর কাছে ক্ষমার আশাবাদী থাকা ৩৭
তাওবা দ্বারা নবিদের মর্যাদা বৃদ্ধি ৩৮
দ্বীন দুটি জিনিসের সমষ্টি ৩৯
প্রকৃত ভালোবাসার নিদর্শন ৩৯
অন্তরের রোগ ৪০
সারকথা ৪০
কুরআনে রয়েছে অন্তরের সুস্থতা ৪১
একটি ভুল ভাবনার সংশোধন ৪১
হিংসা : বয়ে আনে ধ্বংস ৪২
ইবাদাত ৪৩
নেক আমলের কারণেও জাহান্নাম ৪৪
ভুল ধারণার অবসান ৪৫
নামাজে প্রতিনিধিত্ব চলে না ৪৫
সম্বোধনে সতর্কতা ৪৫
প্রতিদানের ক্ষেত্রে নিয়তের প্রতিক্রিয়া ৪৭
সুন্নাতি জীবন ৪৭
জেনে-বুঝেই সবকিছু করা ৪৮
বার বার তাওবা করা ৪৮
মুমিন বান্দার জন্য বিপদও নিয়ামাত ৪৮
তিনটি জিকির ৪৯
দুশ্চিন্তামুক্ত বান্দা ৫০
আমলের ক্ষেত্রে করণীয় ৫০
দুআর প্রকারভেদ ৫১
নিয়তের প্রতিক্রিয়া ৫২
তাসবিহ পাঠের পদ্ধতি ৫৩
আবদুল কাদির জিলানির তিনটি বাণী ৫৪
ধোঁকা একটি অপছন্দনীয় কাজ ৫৫
সর্বোত্তম আমল ৫৫
যুহুদের সীমারেখা ৫৬
সুন্নাহর অনুসরণ ৫৬

সাধারণ মুমিনের ঈমান ৫৭
বাক্যের যথাস্থানে ব্যবহার ৫৮
সবরে জামিল ৫৮
বিদআত দুই প্রকার ৫৯
শীঘ্রই তাওবা করা ৫৯
আল্লাহকে সম্বোধনে সতর্কতা ৬০
ইসলাম ও ঈমান দুটি পরিধি ৬১
একটি চিঠি ৬১
নেক আমলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় ৬৩
অন্তরের সংশোধন ৬৪
জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা ৬৪
জান্নাত লাভের উপায় ৬৫
তাকওয়া ৬৫
লৌকিকতা ও আত্মম্ভরিতা ৬৫
নামাজের গুরুত্ব ৬৬
একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি ৬৬
প্রজ্ঞার সঙ্গে কাজ করা ৬৭
আল্লাহর ভালোবাসা ৬৭
আল্লাহর আনুগত্যই হলো ইসলাম ৬৭
বিদআতের ভয়াবহতা ৬৮
কৃতজ্ঞতা ও ক্ষমাই হলো জীবনসঙ্গী ৬৮
ইখলাসযুক্ত আমল ৬৮
আল্লাহভীতির মাপকাঠি ৬৯
ভালো-মন্দ গ্রহণের অধিকার বান্দার হাতে ৬৯
আলিম হয়েও কিয়ামতের দিন শাস্তির মুখোমুখি হওয়া ৭০
দিনের সূচনা ও শেষের আমল ৭০
তাকওয়াই মূল পুঁজি ৭০
তাকওয়ার গুরুত্ব ৭১
'আল্লাহকে ভয় কর' ব্যাপক অর্থবহ নসীহত ৭২
উত্তম আচরণ ৭৩
রাসুলের উত্তম আখলাক ৭৪
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানিতে উত্তম চরিত্র ৭৫
জিকিরের ফজিলত ৭৫
সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে ইস্তেখারা ৭৭

আল্লাহই রিজিকদাতা ৭৭
দুনিয়াতেই আখেরাত সাজানো ৭৯
আল্লাহর অনুগ্রহ ৮০
মুক্তির সোপান ৮১
অধিক ইবাদত সত্ত্বে দ্বীন থেকে বিচ্যুতি ৮১
দ্বীনের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন ও কুফরি হতে পরে ৮৩
সুন্নাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণ ৮৩
জান্নাতে মুমিনদের আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ৮৬
দাজ্জালের থাবা ৮৭
সালেহিনদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ৮৯
সিজদার হকদার আল্লাহ তাআলা ৮৯
কবরে সিজদার করার পরিণত ৯০
কবর যিয়ারত করা সুন্নাত ৯১
সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত ৯২
খুলাফায়ে রাশেদিনের শ্রেষ্ঠত্ব ৯৩
সাহাবায়ে কেরামের পরস্পর ভুল বোঝাবুঝিতে জবানের হিফাজত ৯৫
আহলে বায়তের হক ৯৬

লেখক পরিচিতি ৯৮

জীবনের
সোনালি
পাঠ

সালাফের স্বরণীয় বাণী

আত্মিক আমল

আত্মার খোরাককে আরবি ভাষায় 'মাকামাত' ও 'আহওয়াল' বলা হয়। আত্মার খোরাক হলো ঈমানের মূল এবং দ্বীনের ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﵀ বলেন, আত্মার খোরাক হলো—

১. আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসুল ﷺ-কে ভালোবাসা ও মহব্বত করা।
২. সব বিষয়ে আল্লাহ ﷻ র ওপর ভরসা করা।
৩. খালেস দিলে আল্লাহ ﷻ র ইবাদাত করা।
৪. সর্বাবস্থায় আল্লাহ ﷻ র কৃতজ্ঞতা আদায় করা।
৫. আল্লাহ ﷻ র সিদ্ধান্তের ওপর ধৈর্যধারণ করা।
৬. আল্লাহ ﷻ -কে ভয় করা এবং তাঁর কাছে আশাবাদী থাকা।

সকল ইমামের মতে এ সমস্ত আমল মানবজীবনে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

দ্বীনের ভিত্তি

ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'ইখলাস' (নির্ভেজাল অন্তঃকরণ নিয়ে কোনো কাজ করা) হলো ইসলামের মূল। কারণ, 'ইসলাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ,

আল্লাহ ﷻ র সামনে নিজেকে সঁপে দেওয়া, অবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা; অন্য কারও সামনে নয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর সামনে সমর্পণ করল না, তার মানে সে অহংকার করল। দাম্ভিকতা দেখাল।
আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ র সাথে সাথে অন্য কারও সামনেও মাথানত করল, সে আল্লাহ ﷻ র সাথে শিরক করল।

অহংকার ও শিরক উভয়টিই ইসলামের পরিপন্থী বিষয়। এ কারণে ইসলামের মূলে রাখা হয়েছে আল্লাহ ﷻ র একাত্মবাদের সাক্ষ্যকে। এই একাত্মবাদের সাক্ষ্যদানের মধ্যেই এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত পরিহারের কথা বলা হয়েছে।

ইসলাম আল্লাহ ﷻ র নির্বাচিত ও মনোনীত দ্বীন। এই দ্বীন ব্যতীত কোনো আমল আল্লাহ ﷻ গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে বলেন—

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

> আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীনের অনুসরণ করবে কখনও তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৮৫]

অতএব, উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, বাস্তবে দ্বীনের মূলে রয়েছে এমন কিছু অভ্যন্তরীণ বিষয়, যা ইলম ও আমলের সমষ্টি।

আর অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি ঠিক হওয়া ছাড়া বাহ্যিক আমল কোনো ধরনের উপকার করতে পারে না।

লজ্জা

ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﷺ বলেন, حياء শব্দটি حياة থেকে নির্গত। হায়াত অর্থ 'জীবন'। কারণ, আত্মার অধিকারী ব্যক্তিমাত্র জীবিত হয়। স্বাভাবিকভাবে জীবিত ব্যক্তির মাঝে একধরনের লজ্জা থাকে, যা তাকে সব ধরনের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

সুতরাং 'হায়া' ও 'হায়াত' (তথা লজ্জা ও জীবন) একটি অপরটির পরিপূরক। যে হায়াতে 'হায়া' নেই, সেটা মৃত।

নেকআমলের প্রভাব

ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﵀ বলেন, নেকআমল ও আল্লাহভীতি অন্তরকে প্রফুল্ল করে তোলে এবং অন্তরের সামনে সবকিছু এমনভাবে উন্মোচন করে দেয় যে, মানুষ নিজের মাঝে একধরনের প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা অনুভব করে, যা আগে কখনো করেনি।

এর বিপরীতে পাপাচার ও কৃপণতা অন্তরকে অবদমিত ও কলুষিত করে তোলে। ফলে কৃপণ ব্যক্তি অন্তরকে সংকীর্ণ অনুভব করে।

ইবনু আব্বাস ﵀ নেকআমল ও বদআমলের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—

إن للحسنة لنورا في القلب و ضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه وهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق .

অর্থাৎ, নেকআমলের পাঁচটি উপকার রয়েছে—

১. নেকআমল অন্তরে নুর সৃষ্টি করে।
২. চেহারার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে।
৩. শরীরে শক্তি বৃদ্ধি করে।
৪. রিজিকের প্রাচুর্য দান করে।
৫. মানুষের অন্তরে নেককারের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে।

বদআমলের পাঁচটি ক্ষতি রয়েছে—

১. বদআমল দ্বারা অন্তর কালো হয়ে যায়।
২. চেহারার ঔজ্জ্বল্য বিনষ্ট হয়।
৩. শরীরে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।
৪. রিজিক সংকীর্ণ হয়ে যায়।
৫. মানুষের অন্তরে বদকারের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

নফসের সঙ্গে সাধনা

ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﵀ বলেন, আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করা এবং আত্মাকে প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে বিরত রাখা প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য। মানুষের মধ্যে শুধু প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থাকলেই তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না; বরং যখন কেউ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার বাস্তবায়ন ঘটাবে, তখনই কেবল তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

তাই যখন মানুষের অন্তর খারাপ কিছু করতে চায় আর সে তা থেকে নিজেকে নিবৃত রাখে, তখন এটি আল্লাহর কাছে ইবাদাত হিসাবে গণ্য হয় এবং নেকআমল হিসেবে গৃহীত হয়।

রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন—

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي اللهِ.

> মুজাহিদ তো সে, যে আল্লাহর (হুকুমের ক্ষেত্রে) নিজের নফসের সঙ্গে লড়াই করে।[১]

তাই (উল্লিখিত হাদিসে) মানুষকে নিজের নফসের সঙ্গে লড়াই করতে আদেশ করা হয়েছে। এমনিভাবে তাকে আদেশ করা হয়েছে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে, যে মানুষকে গুনাহের কাজ করতে আদেশ করে এবং তার প্রতি আহ্বান জানায়।

বস্তুত মানুষ অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে লড়াই করার চেয়ে নিজের নফসের সঙ্গে লড়াই করার প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী। কারণ, নফসের সঙ্গে লড়াই করা হলো ফরজে আইন। অর্থাৎ, এটি মানুষের ওপরে সব সময় ফরজ থাকে। আর অন্যের সঙ্গে লড়াই করা হলো ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ অন্য যে কেউ তা করলে সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

সুতরাং মুমিনের অন্তরে যে সমস্ত কুফরি ও নিফাকি চিন্তাভাবনা উঁকি দেয় এবং সে এগুলোকে অপছন্দ করে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে, তার ঈমান বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আরও মজবুত হতে থাকে।

এমনিভাবে কারও অন্তরে গুনাহের কামনা-বাসনা সৃষ্টি হওয়ার পর যখন সে তা মন থেকে অপছন্দ করে ঝেড়ে ফেলে এবং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকে, তখন এর বদৌলতে তার অন্তরে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও খোদাভীতি জন্মলাভ করে।

---

[১] সহিহ ইবনু হিব্বান, হাদিস নং-৪৭০৬।

গুনাহ মোচন

ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﵀ বলেন, পাপের শাস্তি থেকে কয়েকটি জিনিসের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া যায়—

১. তাওবা দ্বারা।

২. তাওবা করা ছাড়াও শুধু ইসতেগফার পড়া দ্বারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কারণ, তাওবা করা ছাড়াও আল্লাহ ﷻ বান্দার দুআ কবুল করার মাধ্যমে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর যখন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাওবা ও ইসতেগফার উভয়টা একসাথে পাওয়া যায়, তখন বিষয়টি আরও পূর্ণাঙ্গ হয়।

৩. ওই সমস্ত নেকআমল দ্বারা, যা (সগিরা) গুনাহ মিটিয়ে দেয়। সাধারণ ও বিশেষ সব শ্রেণির মানুষের জন্য উপকারী হলো সেই বিষয়ে জ্ঞান রাখা, যা ব্যক্তিকে পাপ থেকে মুক্ত রাখে। যেমন: গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে কোনো নেকআমল করে নেওয়া।

৪. ওই সমস্ত বিপদ দ্বারা, যা গুনাহ মিটিয়ে দেয়। যেমন: মানুষকে ব্যথিতকারী চিন্তা অথবা ধনসম্পদ, ইজ্জত-সম্মান, শরীর ইত্যাদির ক্ষেত্রে কষ্টদায়ক বিপদাপদ।

আর বিশেষ ও সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য সবচেয়ে উপকারী বিষয় হলো—

১. কোনো মন্দ কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে কোনো একটা ভালো কাজ করে নেওয়া। যাকে আরবিতে বলা হয়—

إِتْبَاعُ السَّيِّئَاتِ بِالْحَسَنَاتِ .

২. ওই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা, যা মনকে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা থেকে মুক্তি দান করে।

আর حسنات বলতে ওই সমস্ত নেকআমল, আখলাক ও গুণাবলিকে বোঝায়, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যার দিকে স্বীয় উম্মাতকে আহ্বান করেছেন।

সহমর্মিতা

ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﵀ বলেন, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা ﵀ বলেন, পূর্ববর্তী আলিমগণ একে অপরের কাছে এই বাক্যগুলো নসিহাস্বরূপ লিখে পাঠাতেন—

مَنْ أَصْلَحَ سَرِيْرَتَهُ أَصْلَحَ اللهُ عَلَانِيَتَهُ وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَصْلَحَ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ عَمِلَ لِآخِرَتِهِ كَفَاهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ .

যে ব্যক্তি তার অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো সংশোধন করে নেবে, আল্লাহ ﷻ তার বাহ্যিক বিষয়গুলো সংশোধন করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করবে, আল্লাহ ﷻ তার ও মানুষের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক করে দেবেন। যে ব্যক্তি পরকালের জন্য কাজ করবে, আল্লাহ ﷻ তার দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।

আল্লাহর বিধানের তাৎপর্য

ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﷺ বলেন, আল্লাহ তার বান্দাদের যা করতে আদেশ করেছেন, তার পেছনে আছে একটি বিশেষ হিকমাহ ও তাৎপর্য। এটাই বড় বড় ফকিহ ও সালাফ আলিমগণের চূড়ান্ত অভিমত।

তাই এমন কোনো ইবাদাত নেই, যা হিকমাহমুক্ত। তবে কথা হলো, হজের মৌসুমে 'বিভিন্ন জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করা, সাফা-মারওয়ায় সায়ি করা' উভয়টি আল্লাহর জিকির সম্বলিত হওয়ার কারণে ইবাদাতে মাকসুদা। তাই রাসুল ﷺ বলেন—

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ .

নিশ্চয় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া সায়ি ও পাথর নিক্ষেপ করাকে বিধান হিসেবে রাখা হয়েছে আল্লাহর জিকির বাস্তবায়ন করার জন্য।[২]

সুতরাং এ কথা কীভাবে বলা সম্ভব যে, এগুলোর পেছনে কোনো তাৎপর্য নেই!

ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﷺ আরও বলেন, আমার জানামতে শরিয়তে এমন কোনো বিধান নেই, যা কোনো কল্যাণ, উপকার ও তাৎপর্য ছাড়াই মুমিনরা শুধু আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসুলের অনুসরণে করে থাকে।

---

[২] আবু দাউদ শরিফ, হাদিস নং-১৮৮৮।

সফলতার চাবিকাঠি

ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﵀ বলেন, আল্লাহ ﷻ মানবজাতিকে দুটি জিনিসের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, যা হলো সফলতার মূল।

১. প্রতিটি নবজাতক প্রকৃত ধর্মের (ইসলামের) ওপরে জন্মলাভ করে। তাই তার নফস যখন তার স্বভাবধর্মের প্রতি অগ্রসর হতে থাকে, তখন তা আল্লাহ ﷻ র ভালোবাসার সদর দফতরে পরিণত হয়। সে আল্লাহ ﷻ র ইবাদাত করতে থাকে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করে না।

কিন্তু তার এই স্বভাবধর্মকে মানুষ ও জিনজাতির শয়তানরা একে অপরের কাছে প্রেরণকৃত সুসজ্জিত অবাস্তব বিষয় দ্বারা বিনষ্ট করে দেয়।

২. আল্লাহ ﷻ র পরিচয়, তাঁর সম্পর্কে বিভিন্নভাবে জ্ঞানার্জন, তাদের কাছে আসমানি বিভিন্ন কিতাব নাজিল এবং তাদের নিকট নবি-রাসুল প্রেরণ করার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ মানুষকে হিদায়াত করেছেন।

আলিমদের সম্মান

ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﵀ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসার পরে মুসলিম জাতির ওপর কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী মুমিনদের ভালোবাসা আবশ্যক। বিশেষ করে আলিমগণকে ভালোবাসতে হবে। কারণ, তারা নবিদের উত্তরসূরি। তাদেরকে আল্লাহ ﷻ বানিয়েছেন নক্ষত্র সদৃশ। মানুষ তাদের মাধ্যমে জল ও স্থলে অন্ধকারে আলোর পথের সন্ধান পাবে।

তাদের দিকনির্দেশনা ও কুরআন-হাদিসের ক্ষেত্রে তাদের বুঝ গ্রহণের ব্যাপারে মুসলিম জাতি ঐকমত্য পোষণ করেছে। কারণ, উম্মাতে মুহাম্মাদির মাঝে আলিমগণ হলেন তার প্রতিনিধি এবং মৃতপ্রায় সুন্নাতের জীবন দানকারী।

তাদের মাধ্যমে কুরআনের বিধান বাস্তবায়িত হয়, তারাও পরিচালিত হন কুরআনের আলোকে। কুরআন বলে তাদের কথা। তারাও মানুষকে বলেন কুরআনের কথা।

জেনে রাখো, সর্বজনস্বীকৃত কোনো ইমাম কখনো রাসুলের ছোট বা বড় কোনো সুন্নাতেরই স্বেচ্ছায় বিরোধিতা করেন না। কারণ, তারা তো রাসুল ﷺ র সুন্নাতের